দৈনিক খবর
তারিখ ... 26 MAY 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

প্রশাসনে নানা জটিলতা

যশোর শিক্ষা বোর্ডের পদোন্নতি। বিধিমালা মানা হচ্ছে না

॥ কিরণ সাহা ॥

যশোর, ২৫শে মে।- যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সরকারী নিয়ম উপেক্ষা করে একজন কর্মকর্তার পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। অপর একটি শূন্য পদে অনুরূপ পদোন্নতির অপচেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা বোর্ডের ৭টি উচ্চ পদ যথা চেয়ারম্যান, সচিব, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, কলেজ পরিদর্শক, বিদ্যালয় পরিদর্শক, প্রধান মূল্যায়ন অফিসার ও উপ-পরিচালক (হিসাব নিরীক্ষা) পদে সরকার নিযুক্ত সিনিয়র শিক্ষা ক্যাডারদের নিয়োগ করার কথা। ৬/৭ মাস আগে এই মর্মে একটি সার্কুলার সরকার জারি করে শিক্ষা বোর্ডসমূহকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী নিয়মের তোয়াক্কা না করে শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব (প্রশাসন) নজরুল ইসলামকে পদোন্নতি দিয়ে প্রধান মূল্যায়ন অফিসার পদে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করেছেন। সরকারী নির্দেশ অগ্রাহ্যের পাশাপাশি শিক্ষা বোর্ডের নিয়মও এক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হয়েছে। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষাবোর্ডে চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

অপরদিকে বিদ্যালয় পরিদর্শকের শূন্য পদে নিযুক্তি লাভের জন্য শিক্ষা বোর্ডের ৩ জন কর্মকর্তা জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। বিদ্যালয় পরিদর্শক শেখ তবিবুর রহমান গত বছরের ৩০ নভেম্বর অবসর গ্রহণের পর পদটি শূন্য হয়। যশোর শিক্ষা বোর্ড অফিসার্স কল্যাণ সমিতি ৩ জনের একটি প্যানেল তৈরী করে ঐ পদে যে কোন একজনকে নিয়োগ দানের জন্য চেয়ারম্যানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অফিসার্স কল্যাণ সমিতির প্যানেলে স্থানপ্রাপ্ত ৩ ব্যক্তি হচ্ছেন যশোর শিক্ষা বোর্ডের অডিট অফিসার আমির হোসেন, উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক এরশাদ আলী ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (প্রমাণপত্র বিভাগ) হাবিবুর রহমান। পদটিতে ঐ ৩ জনের একজনকে বসাতে পারলে শূন্য বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে স্বাভাবিকভাবে নিযুক্ত হবেন কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক, শিক্ষা বোর্ডের সহকারী সচিব তোফাজ্জেল হোসেন। আর এই আশায় কল্যাণ সমিতি রীতিমত বার্গেনিং এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। অথচ বার্গেনিং এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অফিসারদের জন্য চাকরি নীতির নিয়ম বহির্ভূত।

এদিকে যশোর শিক্ষা বোর্ডের সচিব ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদ দু'টি শূন্য থাকায় শিক্ষা বোর্ডে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফলে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক নূরুল আলম একযোগে ৩টি পদের দায়িত্ব পালন করছেন।